দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 27/7/80 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল পাস

(স্টাফ রিপোর্টার)

শনিবার জাতীয় সংসদে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল ১৯৮০ পাস হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তার এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টি কোণ থেকে অধ্যয়ন ও গবেষণা করার একটি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং এতদসংক্রান্ত বিধান করার জন্য এই আইন পাস করা হয়েছে।

এই বিল পাস হলে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষ, তিক্ততা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে বলে অভিযোগ করে বিরোধী দলীয়রা বিলটির সমালোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বিলের উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত মহৎ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে পবিত্র রমজান মাসে, যে মাসে পবিত্র কোরান নাযেল হয়েছিল সেই মাসে বাংলাদেশে পবিত্র কোরানের গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য আইন পাস করা একটি গৌরবের বিষয়। এবং তাঁর মত 'গোনাহগার বান্দার' মাধ্যমে এমন একটি আইন পাস হওয়ায় তিনি নিজেও গর্ব অনুভব করেন বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

বিলটির ওপর গত চার দিন ধরে সংসদে আলোচনা চলে।

গতকাল তৃতীয় পাঠ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার আগে বিরোধী দলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান বিলের সমালোচনা করে বক্তৃতা দেন।

বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব এনে

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট বিল গৃহীত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত 'ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট বিল' সংশোধিত আকারে গতকাল (শনিবার) জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়।

আওয়ামী লীগের (মালেক) মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার ও মিঃ প্রফুল্ল কুমার শীল এবং মুসলিম লীগের জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরীর কয়েকটি সংশোধনী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মানিয়া নেন।

বিলের সমালোচনা করিয়া বিরোধী সদস্যগণ বলেন, ইসলামের গবেষণা হউক- ইহা আমরাও চাই। কিন্তু এই বিলের উদ্দেশ্য যতটা না ইসলামের গবেষণা, উহার চাইতেও বেশী রাজনৈতিক। এমনকি, বিলের কোন কোন ধারা সংবিধানের পরিপন্থী এবং দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। বিরোধীদলীয় নেতা জনাব

(১ম পৃঃ দ্রঃ)

(১ম-পৃঃ পর)

বিরোধী দলীয়রা বিলটির সমালোচনা করে সংসদে বক্তব্য রাখেন। বিলের বিভিন্ন দফায় বিরোধী দলীয়দের ৪টি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের (মালেক) শ্রী সুধাংশু শেখর হালদারের ২টি ও শ্রী প্রফুল্ল কুমার শীলের ১টি এবং মুসলিম লীগের জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরীর ১টি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আইন অনুযায়ী ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবে। এর প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়। প্রয়োজনবোধে দেশের অন্যান্য স্থানেও এর শাখা স্থাপন করা হবে।

ইনস্টিটিউটের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি গভর্নর বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে। বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন। চেয়ারম্যানসহ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডে জেদ্দাস্থ বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন প্রতিনিধি থাকবেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এঁরা মনোনীত হবেন।

প্রধানমন্ত্রী

এই বিলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয়দের সমালোচনার জবাব দানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনকে সকল সদস্যই অভিনন্দিত করেছেন তবে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে কেবল তারা ভিন্নমত প্রকাশ

জেদ্দাস্থ বাদশা আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন প্রতিনিধি প্রস্তাবিত গবেষণা ইনস্টিটিউটের গভর্নর বোর্ডে গ্রহণের বিধানের তিনি প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন বোর্ডের হাতে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। এতে তারা সৌদি আরবের অনেক রীতি নীতি যা আমাদের কাছে এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয় সেসব রীতিনীতি চাপিয়ে দিতে পারে।

জনাব আসাদুজ্জামান খান বলেন যে এই বিলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা নীতি প্রবর্তন করা হবে। তিনি বলেন এটা সৌদি আরব নয়। এখানে খৃষ্টান বৌদ্ধ হিন্দু, ও বিভিন্ন উপজাতীয় রয়েছে। এদের উপর এই ধর্মভিত্তিক শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এটা মঙ্গলজনক হবে না। এতে সংবিধানের ২৬ ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে।

তিনি বলেন, ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ইসলামের অনুসারীরা কোনো কথা বললে মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি হবে।

কোরান ও সুন্না ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা হলে অন্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে বিরোধী দলের নেতা বিলটি সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান।

এর আগে গতকাল বিলের দফাওয়ারী আলোচনাকালে বিভিন্ন সংশোধনী এনে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার সর্বজনাব কর্নেল (অবঃ) আনোয়ার উল্লাহ এ বি এম তালেব আলী, আসাদুজ্জামান, ইমাজউদ্দিন প্রামানিক, শ্রী প্রফুল্ল কুমার শীল, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, সিরাজুল ইসলাম ও অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, জাসদের জনাব গোলাম মোস্তফা, মুসলিম লীগের জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী ও জনাব ইসমাইল হোসেন তালুকদার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জনাব রাশেদ খান মেনন গণফ্রন্টের জনাব এ এস এম সোলায়মান ও জনাব রফিক উল্লাহ চৌধুরী এবং নির্দলীয় সদস্য জনাব এম এ হক।

শনিবার জাতীয় সংসদে সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমানের এক প্রস্তাবক্রমে ১৭টি বিল স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। আগামী ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে কমিটি সমূহকে এই বিল সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য এই বিলগুলো বিভিন্ন সময়ে সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল।

শহর

ক্যানবেরা, ২৬শে জুলাই (এনা)।—অস্ট্রেলিয়ার মরু-সদৃশ ভূভাগে একটি বিচ্ছিন্ন উপশহরকে শীগগীরই পুরোপুরি সৌর শক্তিসম্পন্ন করা হবে। নিউসাউথ ওয়েলসের দূর পশ্চিম প্রান্তের এই খনিশহরে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উচ্চতাপমাত্রার সৌরশক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হতে যাচ্ছে। আগামী মাস থেকে এই কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যানবেরার অস্ট্রেলীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই কেন্দ্রের জন্যে ব্যাপক হারে সৌরশক্তি সংগ্রাহক উৎপাদন করার মতো একটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবনের কাজ শেষ করেছেন। এই কেন্দ্র সংগৃহীত সৌরশক্তিকে পানি লবণমুক্ত করা ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা হবে।

অস্ট্রেলীয় তথ্য বিভাগের বরাত দিয়ে পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত খবরে বলা হয়, চলতি মাসে প্রথম পর্যায়ে ৪০টি সৌরশক্তি সংগ্রাহক ডিম্বাকৃতি থালা উৎপাদিত হবে। সৌরশক্তি কেন্দ্রটি হোয়াইট ক্লিফস শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। সে শহরের জনসংখ্যা হচ্ছে [illegible] টি বাড়িঘর, একটি স্কুল, একটি হাসপাতাল

মিসর রাষ্ট্রদূত

কায়রো, ২৬শে জুলাই (রয়টার)।—ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন তাঁর দফতর সরিয়ে আরব ভূখন্ডের পূর্ব জেরুজালেমে নিয়ে গেলে, মিসর ইসরাইল থেকে তার রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নেবে না।

প্যালেস্টাই দু'জন ইস অফিসার ত

দামেস্ক, ২৬শে জুলাই (রয়টার) প্যালেস্টাইনী কম্যান্ডোরা বলেন, ইসরাইলী গোয়েন্দা অফিসারের গাড়িতে তাদের রেখে আসা একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে সেই গোয়েন্দা অফিসার এবং তার একজন সঙ্গী গুরুতর আহত হয়েছেন।

একজন সামরিক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে প্যালেস্টাইনী বার্তা সংস্থা (ওয়াফা) জানায় তেল

তারিখ ... 27/7/80 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

(১ম পৃঃ পর)

আসাদুজ্জামান খান বলেন, এ বিল পাস হইলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিবে এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তথা জাতিকে খণ্ডবিখণ্ড করার বীজ বপন করা হইবে।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন, এই বিলের অন্তরালে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। বরং এই পবিত্র রমজান মাসে, বিলটি পাস করার মাধ্যমে 'হককুল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করিয়াছি।

গতকাল অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের (মালেক) মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার, মিঃ প্রফুল্ল কুমার শীল, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, কর্ণেল (অবঃ) আনোয়ারুল্লাহ, মোহাম্মদ মহসিন, এ,বি,এম, তালেব আলী, মুহঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক, এডভোকেট আসাদুজ্জামান, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জনাব রাশেদ খান মেনন, মুসলিম লীগের আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী, জনাব ইসমাইল হোসেন তালুকদার প্রমুখ।

জনাব আসাদুজ্জামান খান বলেন, শুধুমাত্র ইসলামের প্রসার ও গবেষণার উদ্দেশ্য হইলে আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু একই উদ্দেশ্যে গঠিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থাকা সত্বেও আরেকটি ইনষ্টিটিউট স্থাপন সহজভাবে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, ইনষ্টিটিউটের গভর্ণর বোর্ডের দুই জন সদস্য থাকিবেন সৌদী আরবের আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবং তাহাদের নিয়োগ করিবেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, বিদেশ হইতে অধ্যাপক আনুন আপত্তি নাই, কিন্তু প্রশাসনে বিদেশী প্রতিনিধি কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বোর্ডে বাহিরের ৫ জন সদস্য ছিলেন। এ বিলে উহা নাই। সবচাইতে ক্ষতিকর হইল ইসলামী শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা ইনষ্টিটিউটকে দেওয়া হইয়াছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের এ ক্ষমতা নাই। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিবেন সরকার ও এই জাতীয় সংসদ। একটি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কিছুতেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিতে পারে না।

বিলটির সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন,

ইসলামী শিক্ষা গবেষণা

এই বিলের ব্যাপারে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। সংবিধানে বিভিন্ন ধর্ম ও উহাদের বিকাশের যে বিধান রহিয়াছে উহার সহিত এই বিলের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার ৩১ লক্ষ টাকা খরচ করার পরিকল্পনা লইয়াছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। গণভোটের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষার ধারাটি পরিবর্তিত হইয়াছে। বিরোধী দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা যদি মনে করেন ইহা ঠিক হয় নাই, বিসমিল্লাহ দিয়া সংবিধান শুরু হইয়াছে বলিয়া আপনারা মানেন না। তবে আমরা পুনরায় গণভোটে যাইতে রাজী আছি।

তিনি বলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই বিলের মাধ্যমে নাকি আমাদের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হইবে। আসলে ইহা ঠিক নয়। বোর্ডে সৌদী আরবের দুইজন প্রতিনিধিকেও আমাদের প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দিবেন। শাহ আজিজ বলেন, আজ পর্যন্ত কোরানের উপর ঠিকমত কোন রিসার্চ কোথাও হয় নাই। এই ইনষ্টিটিউটে রিসার্চ হইবে। পবিত্র রমজান মাসে এই বিল সংসদে পেশ করিতে পারায় তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

মুলতবী প্রস্তাব

গতকাল ৪টি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। জনাব শাজাহান সিরাজ (জাসদ) 'রংপুর কারাগারে গুলীবর্ষণ' শীর্ষক তাঁহার মুলতবী প্রস্তাবে কারা সংস্কার, কারারক্ষীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি সুপারিশ করেন। জবাবে স্বরাষ্ট্র দফতরের উপমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুস সালাম বলেন, ব্যাপারটি তদন্তাধীন রহিয়াছে। অতএব, এ সম্পর্কে আলোচনা সাবজুডিস হইবে। তবে তিনি জনাব সিরাজের সুপারিশগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

'শাহীন স্কুলের ছাত্রদের আমরণ অনশনজনিত পরিস্থিতি' শীর্ষক মুলতবী প্রস্তাবে জনাব রাশেদ খান মেনন (গণতান্ত্রিক আন্দোলন) বলেন, শাহীন স্কুল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বিমান বাহিনী শুধু স্কুলটি দখলই করে নাই, অস্ত্রের মাধ্যমে প্রিন্সিপালকেও উচ্ছেদ করিয়াছে। অথচ বিমান বাহিনী আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত। তিনি বলেন, আশংকা হয় সাভার ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্বে অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় না আবার কোন সেনাবাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া যায়। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যাপারটি বিচারাধীন বিধায় আলোচনা ঠিক নহে। তিনি বলেন, শাহীন স্কুল বিমান বাহিনীর স্কুল এবং বিমান বাহিনীই পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তবে কোন কোন শিক্ষক রাজনৈতিক কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে। গণফ্রণ্টের জনাব এ,এস, এম, সোলায়মানের 'বাংলাদেশ হইতে ভারতে গ্যাস রফতানী প্রস্তাব সম্পর্কে উদ্ভূত পরিস্থিতি' শীর্ষক মুলতবী প্রস্তাবের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এধরনের কোন চুক্তি আদৌ হয় নাই। ব্যাপারটি আলোচনাধীন আছে, শেষ পর্যন্ত কি হয়, এখনই বলা যায় না। ইহাছাড়া, ইহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। জনাব সোলায়মান তাঁহার প্রস্তাবে ভারতে গ্যাস রফতানীকে বাংলাদেশের উপর ভারতের রাজনৈতিক চাপের ফলশ্রুতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

'ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলনে সংঘর্ষের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি' শীর্ষক অপর এক প্রস্তাবে জনাব সোলায়মান বলেন, এই সংঘর্ষে একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হইয়াছেন তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করিলে উপমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুস সালাম সুপারিশগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

সরকারী গাড়ী অপব্যবহার প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগের (মালেক) জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে বলেন, পেট্রোলের মূল্য বাড়িলেও সরকারী গাড়ীর ব্যবহার কমে নাই। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি উপেক্ষা করিয়া সরকারী গাড়ী কেন-কেটার জন্য মহাসমারোহে অবিরাম চলাচল করিতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গত ২২শে জুলাই পত্রিকান্তরে প্রকাশিত 'নিউমার্কেটে ঈদের কেনাকাটায় সরকারী গাড়ীর মেলা' শীর্ষক একটি সচিত্র রিপোর্টের উল্লেখ করেন।

জবাবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেনের অনুপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন, বিধিমতে কোন সরকারী অফিসার ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতে পারেন না। যদি কেহ করেন, তবে জ্বালানির মূল্য অবশ্যই তাঁহাকে পরিশোধ করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার পরিবারের কোন সদস্য ব্যক্তিগত কাজে কখনও সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে না। তিনি বলেন, প্রত্যেক সরকারী গাড়ীতে 'লগবুক' রহিয়াছে। গাড়ীর গতিবিধি এই 'লগবুকে' অবশ্যই সন্নিবেশিত করিতে হয়। সরকারী গাড়ীর অপব্যবহার সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে ইহা ভিত্তিহীন। এই সময় জাসদের জনাব আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, সংসদ নেতা জাতীয় সংসদে অসত্য বক্তব্য রাখিতেছেন। আমি একটি বিবাহ সভায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর একজন নিকটআত্মীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারী গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইহাছাড়া, বেনাপোল সীমান্তে ১০ কোটি টাকার মালামাল অযত্নে পড়িয়া থাকা সম্পর্কিত এডভোকেট আসাদুজ্জামানের (আঃ লীঃ মালেক) এক দৃষ্টি আকর্ষণীর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নহে। তবুও ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।